শকুন্তলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বট, সারি সারি তাল - তমাল, পাহাড়-পর্বত, আর ছিল - ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির - আয়নার মত। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া - সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটা ছোটো পাখি, কত টিয়া পাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণশিশু বনে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষার ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় মহর্ষি কন্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কন্ব আর মা - গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকলপরা কতকগুলি ঋষিকুমার।

তারা কন্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথি সেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কি করত ?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই, ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই বাছুর চরে বেড়াত, বনের ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল - বেণু বাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল- খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর, আর ছিল - মা গৌতমীর মুখে দেব-দানবের যুদ্ধ কথা, তাত কন্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মালিনীর জল কেমন ছিল ?
2. এই বনে কতোদিনের একটা বট গাছ ছিল ?
3. এই বনে কার আশ্রম ছিল ?
4. নদীতীরে নিবিড় বনে কী ছিল ?

সকলি ছিল, ছিল না কেবল - আঁধার ঘরের মাণিক - ছোটো মেয়ে শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি - দুধের বাছা - শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে । কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

খুব ভোর বেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল-ফুল কুড়াতে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপর ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মত সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেল । সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কন্বের কাছে নিয়ে এল ।

তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধল ।

শকুন্তলা সেই তপোবনে এসে বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা- গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল ।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হলো তখন কন্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন ।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করল, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল । তাত কন্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষি বালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মত । গোয়ালের গাইবাছুর, - সে-ও তার আপনার, এমন কি - বনের লতা-পাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল - তার বড়োই আপনার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া, প্রিয়ংবদা; আর ছিল একটি মা - হারা হরিণ-শিশু - বড়োই ছোটো, বড়োই চঞ্চল ।

তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ - ঘরের কাজ - অতিথি সেবার কাজ, সকালে সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকা লতায় বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল - তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন শকুন্তলার বর আসবে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বনে কী ছিল না ?
2. একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী কাকে ফেলে রেখে গেল ?
3. ঋষিকুমার ফুলের বনে কাকে কুড়িয়ে পেল ?
4. শকুন্তলার মায়ের নাম কী ?

এ - ছাড়া আর কি কাজ ছিল ? হরিণ - শিশুর মত নির্ভয়ে এ বনে সে বনে খেলা করা, ভ্রমরের মত লতা-বিতানে গুন্‌গুন্‌ গল্প করা, নয় তো মরালীর মত মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মত তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা - এই কাজ ।

জেনে রাখো

নিবিড় — ঘন		**নির্ভয়** — ভয়হীন	
অরণ্য — ঘনবন		**নিশুতি** — গভীর রাত্রি	
প্রকান্ড — বিশাল		**পাষাণ** — পাথর, কঠোর	
মহর্ষি — মহান ঋষি		**বাকল** — গাছের ছাল	
তপস্বী — তপস্যা করেন যিনি		**সহকার** — আম গাছ । (এখানে মল্লিকালতাকে বেড়ে ওঠার জন্য গাছে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । তাই বিয়ের কথা বলা হয়েছে।)	

পাঠ পরিচয়

শকুন্তলা গল্পটি মহাভারতের একটি অংশ । কালিদাস 'অভিজ্ঞান - শকুন্তলম্' নাটকটি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন । লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শকুন্তলা গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেন, তার কিছুটা অংশ এখানে দেওয়া হয়েছে ।

পাঠবোধ

1. নিচের স্তম্ভ 'ক' এবং স্তম্ভ 'খ' ঠিক ভাবে মেলাও ।

'ক'	'খ'
শকুন্তলা	শকুন্তলার দুই সখী
অনসূয়া - প্রিয়ংবদা	বেদ পড়াতেন
কন্বমুণি	আশ্রমের মাতা
গৌতমী	মেনকার কন্যা

অতি সংক্ষেপে লেখো

2. নিবিড় অরণ্যে কী কী ছিল ?
3. মালিনীর জলে কী কী দেখা যেত ?
4. ঋষি কুমার ফল ফুল কুড়াতে গিয়ে কী কুড়িয়ে পেল ?
5. কন্ব, শকুন্তলার বর আনতে কোথায় গেলেন ?
6. মহর্ষি কন্বের আশ্রমটি কোথায় ছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

7. নদীর তীরে কোন্ কোন্ জীবজন্তু থাকতো ?
8. শকুন্তলার সখীদের নাম লেখো।
9. শকুন্তলা কোথায় মানুষ হতে লাগল ?
10. তপোবনে কোন্ কোন্ গাছ ছিল ?
11. ঋষিকুমারদের খেলাধূলার জন্য কী কী ছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

12. শকুন্তলার আপনার বলতে কারা ছিল ?
13. শকুন্তলার সখীদের কী কাজ ছিল ?
14. ঋষিকুমারেরা বনে কী কী করতো ?
15. শকুন্তলা গল্পটিতে নিবিড় অরণ্যের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা তুমি নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলিতে রা, দল, গণ ইত্যাদি যোগ করলে একের চেয়ে বেশি বোঝায় এমন শব্দ তৈরি হয়।

   যেমন — পাখি - পাখিরা

এবার করো

ঋষি	হরিণ	গাছ
ময়ূর	পশু	ছেলে

2. বাক্য তৈরি করো

অঞ্জলি	আশ্রম	অতিথি
ঋষি	আঁধার	কুটির

3. ঠিক বানানগুলির পাশে (√) চিহ্ন দাও

শকুন্তলা / সকুন্তলা	বাকল / বকল
মহর্ষি / মহশী	হরিন / হরিণ
মাধবি / মাধবী	ঋষি / ঋসি